সংবাদ

তারিখ ... [illegible] 2013
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার একাল-সেকাল

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

একটি দেশের প্রাথমিক শিক্ষাই হচ্ছে শিক্ষার মূল ভিত। যে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা যত মজবুত সে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা তত উন্নত। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন ছাড়া কোন ভালো শিক্ষার কল্পনা করা যায় না। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, প্রাচীনকালে অর্থাৎ ইংরেজরা এদেশে আগমনের পূর্বে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা ছিল খুবই দুর্বল। নির্দিষ্ট স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোন বিদ্যালয় ছিল না। টোল, মক্তব, মাদ্রাসা, মঠ, পাঠশালা, গুরুগৃহ ইত্যাদি মিলে প্রায় লক্ষাধিক প্রাথমিক বা বুনিয়াদি প্রতিষ্ঠান ছিল। তবে এই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার কোন ধারাবাহিক প্রমাণাদি সংবলিত তথ্য জানা যায় না। এ ছাড়া তৎকালে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল তার কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে এদেশের প্রাথমিক শিক্ষা গড়ে উঠেছিল তখনকার জমিদার, ভূস্বামী, সমাজদরদি, শিক্ষানুরাগী বরেণ্য ব্যক্তিদের প্রেরণা, অনুদান ও অর্থানুকূল্যে। জমিদারের বারান্দায়, কাচারি ঘরে, গুরুগৃহে, মক্তবে, মাদ্রাসায়, টোল, মঠ, মন্দির, গাছতলা, বটতলায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হতো। তখনকার শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল এলাকার জনগণের চাহিদাভিত্তিক। এই শিক্ষা দরদি অভিভাবকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে শিক্ষা পরিচালিত হতো। ইংরেজ শাসনামলে ১৮৮২ সালে প্রথম কমিশন রিপোর্ট প্রকাশ হয়। ব্রিটিশ ভারতের এই রিপোর্টে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষায় শেখানো ও শিক্ষা প্রসারের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ১৮৮২ সালের প্রায় ৩৮ বছর পর ১৯১৯ সালে তৎকালীন শাসকরা প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলককরণের লক্ষ্যে Bengal Primary Education Act-1919 এবং 1930 সালে Bengal Rural Primary Education Act জারি করে। কিন্তু মহাযুদ্ধের কারণে তা বাস্তবায়নের কাজ বন্ধ হয়ে যায় বলে উল্লেখ করা হয়। ব্রিটিশ শাসনামলের পূর্বে শিক্ষা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করতেন জমিদার ভূস্বামীরা এবং শিক্ষাদরদি অভিভাবকরা যৌথভাবে। তবে ব্রিটিশ শাসনামলে ব্রিটিশরা শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে। ঔপনিবেশিক ইংরেজ সরকার জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কোন চিন্তা করেনি। তবে ইংরেজ শিক্ষাব্রতী টমাস মনরো, এলফিন স্টোন এবং উইলিয়াম অ্যাডাম ভারতের জন্য কোন শিক্ষা ব্যবস্থা রচনার পূর্বে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এ উদ্দেশ্য নিয়ে অ্যাডাম বাংলা ও বিহারে দেশীয় শিক্ষার স্বরূপ অনুসন্ধানের কাজে ব্রতী হন। ১৮৩৫ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত এই তিন বছরে তিনি তিনটি রিপোর্ট পেশ করেন। এসব রিপোর্টে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপ প্রকাশ পায়। শিক্ষা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল (১) প্রাথমিক শিক্ষা এবং (২) উচ্চ শিক্ষা। বর্তমানের ন্যায় মাধ্যমিক শিক্ষা বলতে কিছু ছিল না। প্রাথমিক শিক্ষা প্রধানত ধর্মনিরপেক্ষ ছিল। প্রাথমিক শিক্ষার তিনটি স্তর ছিল। প্রথমস্তরে মাটির ওপরে অক্ষর লেখার অভ্যাস রপ্ত করত। দ্বিতীয় স্তরে অক্ষরে আকার সম্বন্ধে উপযুক্ত ধারণা তৈরি করা হতো। তবে বাংলাদেশে তালপাতায় এবং বিহারে ঘাসের কাঠের ওপর অক্ষর লেখা শিক্ষা দেয়া হতো। প্রাথমিক শিক্ষার তৃতীয় স্তর শুরু হতো পড়া-লেখা এবং একসঙ্গে আয়ত্ত করার মধ্যে দিয়ে, তবে এ সময় কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত কিছু পাঠ্য বই পড়ানো হতো। গণিত, নামতা, কাঠাকিয়া, সের, ছটাক ইত্যাদি দেশীয় ওজন পদ্ধতি শেখানো হতো। ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসের পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে ৬-১১ বছর বয়সী ছেলেমেয়ের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করা হয় এবং ১৯৫১ সাল থেকে দশ বছর সময়ের মধ্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়। এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৫২ সালে তৎকালীন পাকিস্তানে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ৪ বছর থেকে ৫ বছর করা হয়। দশ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক স্কিমের আওতায় ৫০৮৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৫৭ সালে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলককরণ কার্যক্রমটি পরিত্যক্ত হয়। বর্তমানে থানা এবং জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার যে কাঠামো চালু আছে তা ১৯৬১ সাল থেকে সৃষ্টি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৩ সালে জারিকৃত প্রাথমিক শিক্ষা অর্ডিন্যান্স এবং ১৯৭৪ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয় অধিগ্রহণ আইনের আওতায় ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণসহ ১ লাখ ৫৭ হাজার ৭৪২ জন শিক্ষককে সরকারি কর্মচারী হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৯৮১ সালে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে আলাদা করে পৃথক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর স্থাপন করা হয়। এ অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হিসেবে মহাপরিচালকের পদ সৃষ্টি করে একজন মহাপরিচালক নিয়োগ দেয়া হয়। তাছাড়া ১৯৭১ সালে সার্বজনীন এবং পরে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কার্যক্রম গৃহীত হয়, যা বাস্তবায়ন হতে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের জন্য সরকার নানা পদক্ষেপ নিয়েছেন। যেমন-

১৯৮৩ সালে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি ময়মনসিংহ স্থাপন করা হয়।

দেশের ৬৪টি জেলায় ৬৪ জন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও ৬৪ জন সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের পদ সৃষ্টি করে তাদের প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসারের মর্যাদা দেয়া হয়। থানা পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ২ হাজার ১৩৪টি সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারের সৃষ্টি করে নিয়োগ দেয়া হয়।

শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিদ্যালয়ভিত্তিক প্রতি মাসে ক্লাস্টার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

পৌর এলাকার বাইরে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য এবং উপবৃত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ঝরে পড়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।

দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে বই বিতরণ কার্যক্রম চলছে। ১৯৮৬ সালে ১০০০ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়। আবার ২০১৩ সালে জানুয়ারি মাসে প্রায় ২৬ হাজার রেজিস্টার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ক্রমে জাতীয়করণ করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়। তাছাড়া স্কুলগৃহ নির্মাণ এবং তদারকি করার জন্য জেলা ও থানা পর্যায়ে সহকারী প্রকৌশলী ও উপসহকারী প্রকৌশলী পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

যুগোপযোগী শিক্ষা কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে এবং শিক্ষাক্রম পরিমার্জন সংশোধন ও নবায়ন করা হয়েছে। শিক্ষক সংকট দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রতিবছর জেলাভিত্তিক পরীক্ষা গ্রহণ করে বিপুলসংখ্যক যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ দেয়া হচ্ছে।

নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মায়ের আদর-স্নেহে শিক্ষাদানের জন্য সরকার শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগ দিচ্ছে।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার জন্য প্রত্যেকটি শিক্ষা কমিশন অনেক সুপারিশ করেছেন। এসব কমিশনের সব সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে পারলে এ শিক্ষা আরও উন্নত এবং গ্রহণযোগ্য হত। তবে প্রত্যেক সরকার কিছু কিছু সুপারিশ বাস্তবায়ন করে প্রাথমিক শিক্ষাকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নিতে চেষ্টা করছেন। সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৭ এবং শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ২০১০ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যেসব সুপারিশ করেছে তা পুরোপুরি বাস্তবায়ন হলে এ শিক্ষা আরও বেশি বেগবান এবং বিশ্বমানের হবে বলে আশা করি।